একুশের কবিতা

ভাষাসৈনিক মোঃ রকিব উদ দৌলা

আম্মা, মা ডাক কতযে মধুর, কে না জানে তাহা?
তারই মতই মধুর আরো মায়ের ভাষা, মাতৃভাষা যাহা।
মায়ের ভাষায় বলতে কথা, শিখতে যত বিদ্যা,
কতই সহজ, কতই সরল, নয়কো তাহা মিথ্যা।
সেদিন ছিল আটই ফাল্গুন, একুশে ফেব্রুয়ারী-
হয়নিক ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারী,
তবু আমরা কেঁদেছিলাম সারাটা দেশব্যাপী, আমার ভাইয়ের তাজা রক্তে রাজপথ রাঙ্গানো দেখি।
তখন উনিশো বায়ান্ন সাল, বৃটিশ রাজ আর নাই,
ভারতবর্ষ ছাড়তে হয়েছে, বিশ্বযুদ্ধের ফল তাই ।
সেই সময়ে জন্ম নিল 'পাকিস্তান' এক নতুন দেশ, পূর্বে – পশ্চিমে দুই অঙ্গ তার মধ্যে 'ভারত' বিদেশ।
আমরা হ'লাম পূর্ব আর তারা পশ্চিম পাকিস্তান,
মাঝখানেতে হাজার মাইল, সেকি কম ব্যবধান?
সেটা যাহোক, কিন্তু বনলোনা সেই শুরুতেই, শোষণ ত্রাসন আরম্ভ হলো আমাদের উপরেই।
আমাদের চা, আমাদের কাগজ, আমাদেরি সোনালী আঁশে,

পশ্চিম হয়ে উঠলো সোনা, আমরা বাঁচি তবে কিসে?

পশ্চিমের লোক উর্দূ বলে না, বলে সিন্ধি, পাঞ্জাবী, বেলুচি বা পুশতু,
আর আমরা সবাই বাংলা বলি, কে বলে তবে উর্দু?
জনসংখ্যায়ও আমরা বেশী, ত্যাগও মোদের কম নয়,
এমন দেশের রাষ্ট্রভাষা কেমন করে উর্দূ হয়?

তা' কোনদিন হ'তে পারে না, তবে কেন ওরা উর্দূ চায়?
আমাদের তৃতীয় শ্রেনীর নাগরিক বানাবে, এত বড় অন্যায়।
আমরা সবাই ছাত্র ও যুবক মানতে পারি কি সে যুক্তি?
উর্দূ ও বাংলা দুই রাষ্ট্রভাষা হবে, সেটা হ'লো আমাদের উক্তি।
বলে রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, এমপি, নেতা ও "হুজুর সেবী",

"উর্দূ, শুধু উর্দূই হবে রাষ্ট্রভাষা", অবাক কান্ড দেখি!
রাজনীতিবিদদের অন্যায় আর নেতাদের অদূরদর্শিতায়,
দেশের মানুষের মাতৃভাষা যাবে কি তবে বৃথায়?
মায়ের ভাষার দাবীর জন্য দিতে হ'লো ঢেলে রক্ত,
আজব দেশের ঘটনা যেন, কেউ কি তা কভু জানত?
রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, আরো যারা দিল প্রাণ,
খুন দিয়ে তারা ঢেকে রেখে গেল মা'র ভাষার অসম্মান।
তাদের আত্মত্যাগই আমাদের দিল আলোকের সন্ধান,
মিথ্যা নহেক এ কথা আমার, সময়েই তার প্রমান।
পাল্টেগেল দেশের রাজনীতি, এল স্বাধীনতার ডাক,
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হ'লো দেশে, চললো পূরো নয় মাস।
লক্ষ লক্ষ মানুষ মরিল, ইজ্জত হারালো কত মা বোনেরা,
একুশের আলোকে যুদ্ধে জিতে স্বাধীনতা পেলাম আমরা।
একুশে ফেব্রুয়ারী নহেক অজানা কারো কাছে আজ আমাদের,
সে যে একটি শোক গাথা হোয়ে আছে আমাদের সকলের।
একুশেতে আমরা হইযে শোকাচ্ছন্ন ও একতাবদ্ধ,
গেয়ে উঠি একুশের গান, নগ্নপদে হ'য়ে সারিবদ্ধ;
হাতে ফুল নিয়ে, মালা নিয়ে, কবরস্থান করি প্রদক্ষিন,
তারপর আসি "শহীদ মিনার" এ যেন এক দেহে সবে লীন।
দেই ঢেলে প্রানের যত ভালবাসা, স্নেহ ও মমতা, মনের যত আকুতি
মিনতি ও হাহাকার মেশানো সব কথা।
একুশে অমর, একুশে প্রত্যয়, একুশেতে জানি একতা,
একুশে মোদের গর্ব, একুশে শক্তি, স্বচ্ছতা ও মর্যাদা।
একুশেতে কোন সংকীর্নতা নয়, নয় অন্যায়, অত্যাচার বা অনাচার,
দলাদলি নয়, ছিনিমিনি খেলা নয়, একুশ মোদের বাঁচার অধিকার।
খুশীর কথা বৈকি, আজ প্রায় অর্ধশত বছর পর,

ইউনেস্কো বুঝিল মোদের ব্যথা, শুনিল মোদের কণ্ঠস্বর।

আমাদের ত্যাগে একুশে ফেব্রুয়ারী হ'লো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস,
আর এমনি করেই একুশ আনলো সারা দুনিয়ায় অপূর্ব মানস।
মাতৃভাষার তরে কেউ কি দিয়েছে প্রাণ আমাদের পরে বা আগে?
কেউ রক্তও দেয়নি, কেউতো শরীক হয়নি আমাদের ত্যাগে।
তবুও জানি মোরা আমাদের অন্তরে আছে কি কথা,
"আমরা বাঁচার মত বাঁচতে চাই", এটাই একুশের কবিতা।